

লিবিয়ায় ধর্মীয় ভাবগান্ধীর মধ্য দিয়ে পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুল্হবী (সাঃ) উদ্যাপিত ।

ত্রিপলি, ১৯ অক্টোবর ২০২১: আজ লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপলিতে বাংলাদেশ দূতবাসের আয়োজনে যথাযথ ধর্মীয় ভাবগান্ধীর মধ্য দিয়ে পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুল্হবী (সাঃ) উদ্যাপিত হয়েছে। দূতবাস প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে দূতবাসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ প্রবাসী বাংলাদেশীদের অংশগ্রহণে বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পূণ্যময় জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা, মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রেরিত বানী পাঠ, দোয়া ও মিলাদ মাহফিল এবং তবারক বিতরণের মধ্যে দিয়ে দিবসটি পালন করা হয়।

বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পূণ্যময় জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনাকালে লিবিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল এস এম শামিমুজ্জামান বলেন , বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সাঃ) এর ভূমিকা মানব জাতির জন্য অনুসরণযোগ্য। বিশ্বশান্তির অগ্রনায়ক রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, নাগরিকদের মধ্যে শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রাখাসহ নানা দিক বিবেচনা করে প্রণয়ন করেন মানব ইতিহাসের প্রথম প্রশাসনিক সংবিধান ‘মদিনা সনদ’, যা তিনি সফলভাবে বাস্তবায়ন করেন। হৃদয়বিয়ার সন্ধি ছিল আরেকটি সফল দৃষ্টান্ত। বাহ্যিক পরাজয়মূলক হওয়া সত্ত্বেও কেবল শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে তিনি এ সন্ধিতে স্বাক্ষর করেন। মহানবী (সাঃ) এর শান্তিপূর্ণ ‘মক্কা বিজয়’ মানব ইতিহাসের এক চমকপ্রদ অধ্যায়। কার্যত তিনি বিনা যুদ্ধে , বিনা রক্তপাতে ও বিনা ধ্বংসে মক্কা জয় করেন। শত অত্যাচার-নির্যাতন ও একাধিক যুদ্ধের মাধ্যমে যে সকল জাতি-গোত্র নবী করিম (সাঃ) কে সীমাহীন কষ্ট দিয়েছে , সেসব জাতি ও গোত্রকে মক্কা বিজয়ের দিন তিনি অতুলনীয় ক্ষমা প্রদর্শন করে এবং তাদের সঙ্গে উদার মনোভাব দেখিয়ে সমাজে শান্তি -শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। ক্ষমা ও মহত্ত্বের দ্বারা মানুষের মন জয় করে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার এমন নজির বিশ্বে নজির বিহীন।

মোঃ তহা এ র পরিচালনায় মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এসময় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শাহাদাত বরণকারী সদস্যদের এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদদের রুহের মাগফিরাত কামনা করা হয়। বিশ্ব মানবতার মঙ্গল কামনা ও করনা মহামারী হতে নিষ্কৃতির জন্য বিশেষ দোয়া করা হয়। এছাড়া, লিবিয়া সহ সকল প্রবাসী বাংলাদেশীদের এবং বাংলাদেশের মানুষের মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা করা হয়।

“মুজিববর্ষের কূটনীতি, প্রগতি ও সম্প্রীতি”